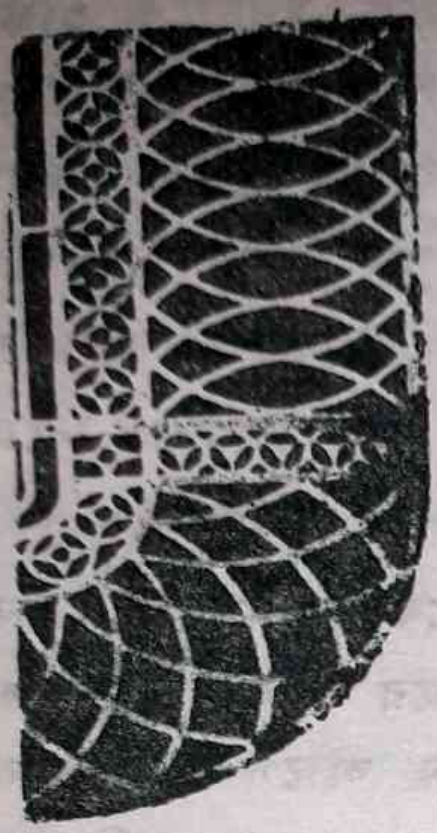

"অসাবধানতার মাশুল"

সৌরভ সেন

নবম শ্রেণী

৯ই এপ্রিল দিনটিতে আমাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণী বার্ষিক অনুষ্ঠান, এর জন্য সকলেই হক বাঁধানিয়মে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমিও অবশ্য তোড়জোর শুরু করেছিলাম। প্রতিবৎসর আমরা মানে স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই অনুষ্ঠানটির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। এবারের অনুষ্ঠানটিতে নতুন চমক ছিল। সেটা হলো গল্প ও তর্কপ্রতিযোগীতার সংযোজন। অমি যদিও কখনও গল্প লিখিনি। তবুও এবার ভাবলাম একটা নতুন কিছু লিখিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা বাস্তবে রপায়িত হতে পারল না। একটা বড়ই মর্মান্তিক ঘটনা সবকিছু ভেস্তে দিল।

ঘটনাটা আমি স্কুলের কাউকেই বলিনি। বিমর্ষ মন নিয়ে আমি সবার প্রস্তুতি দেখেতে লাগলাম। আমার গল্প লেখার সব তোড়জোড়, উৎসাহ, আবেগ সব বন্ধ হয়ে গেল; কোন কিছুতেই মন বসাতে পারলাম না। অনুষ্ঠানের আর দুদিন বাকী। আমার বন্ধুরা আমাকে মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু আমার গলা থেকে কান্নামিশ্রিত একটা আওয়াজ ছাড়া কোন কথাই বের হলো না। তাদের আমি কিছুই বলতে পারিনি।

সকালে আমি রোজকার মতো প্রাতঃভ্রমনে বেরলাম। পথেই রাজার সাথে দেখা হলো। রাজাও আমাদের স্কুলেই

আমার এক্লাশ উচুতে পড়ে। আমাকে একলা পেয়েই রাজা আন্তরিক ভাবে আমি প্রতি যোগীতায় অংশগ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করল।" আমি কারণটা বলে মনটাকে হাল্কা করার জন্য আগ্রহী হলাম। কিছুক্ষন পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। রাজা আমার হাত ঝাঁকিয়ে বলল সুনীল বলনা ভাই তোর কি হয়েছে? তোর এভাবে চুপ করে থাকাটা আমার মোটেই ভাল লাগছেনা। রাজার আন্তরিকতা আমার মনকে ছুঁয়ে ফেলল। ওকে আমি পার্কের এক কোনায় নিয়ে গেলাম। তারপর বলতে লাগলাম বিমর্ষতার কারণ।

এক সপ্তাহ আগে আমার ভাই কোথা থেকে যেন একটা কুকুরছানা নিয়ে আসে। আমাদের ঘরে অবশ্য কুকুরকে বাবা-মা পছন্দ করে না কারণ কিছুদিন আগে আমাদের পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোককে তাদেরই কুকুর কামড়েছিল। সে এক বিতিকিচ্ছি কান্ড। ভাই আমাকে চুপিচুপি ডেকে এনে কুকুরছানাটাকে দেখাল।

কুকুরটাকে দেখেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কুকুর-টাকে আমি পুষবো।

কিন্তু মহাবিপদ! বাড়ীতে বাবা-মা তো কুকুরটাকে পুষতে দেবে না। প্রথমে আমরা কুকুরটাকে মোড়ার তলায় রেখে-ছিলাম। ভাই দুধ বিস্কুট সংগ্রহ করা শুরু করেদিয়েছিল। আমি ও-ভাই কুকুরছানাটাকে যতোই বোঝাই যে আমরা ছাড়া ওকে অলহাদ করার এবাড়িতে কেউ নেই। কাজেই অনর্থক — কেঁউ ····· কেঁউ ··· নাকরে ও যেন বিপত্তি না ঘটে কিন্তু কে কার কথা শোণে।!! ব্রুশোর (ওটার নাম আমরা ব্রুশো রেখেছিলাম) দুষ্টুমীর জন্যই ও বাবা মার কাছে ধরা পড়ল। বাবা চোখ বড় বড় করে তাকাতেই ভাই ভ্যাঁ ····· করে কেঁদে উঠল। কিন্তু আমি সিদ্ধান্তে অটল। কুকুরটার আদুরে

মুখটার জন্যই বোধহয় ফাঁড়া কেটে গেল। ও আমাদের কাছেই থেকে গেল। ধীরে ধীরে কুকুরটার উপর সকলের মায়া পড়ে গিয়েছিল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কুকুরটার কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। প্রথমে ভাবলাম ও নিশ্চয় কোথাও ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কুকুরটাকে না দেখতে পেরে আমার মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল। বাড়ীর সকলকেই কেমন চিন্তিত মনে হচ্ছিল। অবশেষে বাবা বলে উঠলেন, "ওকে নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই, তোমরা স্কুলের জন্য তৈরী হও।" আমারাও যথারীতি স্কুলের জন্য তৈরী হতে লাগলাম। স্কুলের পোষাক বের করার জন্য আলমারী খুলেই আঁৎকে উঠলাম।

সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। ব্রুশো নিস্তেজ অবস্থায় আলমারী থেকে আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। তখন ও তার সামান্য প্রাণ আছে। রুদ্ধ একটা যন্ত্রনা আমার মনকে চেপে ধরল। মা-বাবা সবাই ঘটনাটাতে খুব কষ্ট পেলেন। ভাই এর মুখটা করুণ হয়ে উঠল।

ওকে আমি একটা খোলা মেলা জায়গায় শুইয়ে রাখলাম। মা ওটাকে তুলো দিয়ে দুধ খাওয়াণোর চেষ্টা করলেন। শেষে উৎকণ্ঠা নিয়েও আমরা স্কুলে গেলাম কারণ আমাদের সেদিন সাপ্তাহিক পরীক্ষা ছিল। স্কুলে কিন্তু আমি মোটেই শান্তিতে কাটাইনি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ব্রুশো জীবন মরণের সঙ্গে লড়াই করছে। কার যে জয় হবে জানি না। স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি ব্রুশো শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কয়েছে। আমি আর ভাই মনে দুঃখে ব্রুশোকে ঝরণার জলে ভাসিয়ে দিলাম। পরে বুঝতে পারলাম যে আমাদের মধ্যেরই কেউ একজন রাত্রে আলমারীটা খোলা রেখেছিল

কিন্তু খেয়াল করেনি কুকুরটি তখন তার আরামের জায়গা খুজতে খুজতে আলমারীর মধ্যে ঢুকেছিল। তারপরই তার এই দশা। আমাদেরই অবহেলা জন্য একটি নিরীহ জন্তু এভাবে মরে গেল ভেবে নিজেকে যেন কেমন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত বলে আমি রাজার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, "তুই বল রাজা ব্রুশোর মৃত্যু কি আমাদের ভুলে হয়নি ?" দেখি রাজার চোখেও জল। কিছুটা হাল্কা মন নিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম।

এবছরের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের গল্প লেখা প্রতিযাগীতায় আমার আর যোগ দেওয়া হয়নি।

এরপর থেকেই রাস্তাঘাটে কোন দেখলেও আমি তুলে আনার আগ্রহ দেখাই না।